প্রথম আলো

তারিখ 04 AUG 2015 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কাজে যোগ দিলেন ছাত্রলীগের নেতারা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডহক (অস্থায়ী) ভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া ছাত্রলীগের চার নেতাসহ ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন গতকাল সোমবার নিজ নিজ কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। তবে ছাত্রলীগের এক নেতাকে যোগদান করতে দেয়নি প্রশাসন।

নিয়োগকৃত ছাত্রলীগের তিন নেতার মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও অপর একজনের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ আছে। বাকি দুজন হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজন। এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, নিয়োগপত্র দেওয়া হলেও শিক্ষকদের চাপের মুখে ছাত্রলীগের এক নেতাকে কর্মস্থলে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি।'

ঈদুল ফিতরের ছুটির আগে শেষ কার্যদিবসে ১৩ জুলাই চার ছাত্রলীগ নেতাসহ ছয়জনকে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেন উপাচার্য। ওই দিনই তাঁদের প্রত্যেককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। ওই সময় যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাজিব চক্রবর্তী, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানা, ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবু সৈয়দ জিন্নাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন ওরফে দীপু, উপাচার্যের একান্ত সচিব মো. ছানোয়ার হোসেনের স্ত্রী তাসনিমা খন্দকার এবং উপাচার্যের কার্যালয়ের সিনিয়র সর্টার মো. সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে মো. আবু হানিফ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা ও শিক্ষকদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে এ নিয়োগ দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিও এ নিয়োগের বিরোধিতা করে। পরে গতকাল সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন ওরফে দীপু ছাড়া সবাইকে যোগদানের অনুমতি দেয় প্রশাসন।

নিয়োগ পাওয়া পাঁচজনের মধ্যে ছাত্রলীগ নেতা রাজিব চক্রবর্তী শিক্ষা শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুই লাখ টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। প্রক্টরের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন সোহেল রানা। মাওলানা ভাসানী হলের বিলুপ্ত কমিটির এক পক্ষের চার কর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলার অন্যতম আসামি তিনি। এ ছাড়া ছাত্রলীগ নেতা আবু সৈয়দ জিন্নাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা, উপাচার্যের একান্ত সচিব মো. ছানোয়ার হোসেনের স্ত্রী তাসনিমা খন্দকার ছাত্রকল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের ক্যারিয়ার গাইডেন্স এবং উপাচার্যের কার্যালয়ের সিনিয়র সর্টার মো. সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে মো. আবু হানিফ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন।

তবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পাওয়া ছাত্রলীগ নেতা ফয়সাল হোসেনকে যোগদান করতে দেয়নি প্রশাসন। তাঁর বিরুদ্ধে হলের ক্যানটিন মালিককে মারধর ও শিক্ষকদের ওপর হামলার অভিযোগ রয়েছে।

তবে কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ২০১৩ সালে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে শিক্ষকদের ওপর হামলার অভিযোগ রয়েছে ফয়সালের বিরুদ্ধে। সে সময় হামলার শিকার আন্দোলনকারী শিক্ষকেরাই এখন প্রশাসনে রয়েছেন। তাই শিক্ষকদের একটি বড় অংশ তাঁর নিয়োগের বিরুদ্ধে।

এদিকে ফয়সালের যোগদানের দাবিতে ছাত্রলীগের অর্ধশত নেতা-কর্মী গতকাল দুপুর ১২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অবস্থান নেন। দুই দফায় উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেলা দুইটার দিকে তাঁরা ভবন থেকে বের হয়ে যান।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান বলেন, 'কেন ওকে (ফয়সাল) যোগদান করতে দেওয়া হচ্ছে না, তা আমরা উপাচার্যের কাছে জানতে চেয়েছি। তিনি আমাদের জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।'

ফয়সালের বিষয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য ফারজানা ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, 'তাঁর বিষয়ে বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের আপত্তি আছে। তাই আমি কিছুটা সময় নিচ্ছি।'